দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 29 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক-অফিসারদের ফ্ল্যাট ।। কাগজে এক হিসেব, বাস্তবে আরেক ।। ক্ষোভ বাড়ছে

হাফিজুর রহমান কার্জন ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হল এলাকায় একটি এবং নীলক্ষেত এলাকায় শিক্ষক-অফিসারদের জন্য নির্মিত ৬টি (মোট ৭টি) ৫তলা ভবনের নির্মাণকাজে মারাত্মক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে প্রায় ২০ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনেছেন শিক্ষক-অফিসার ও কর্মচারীরা। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা রহস্যজনক। বিষয়টি তদন্ত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি দাবি জানিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিস থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সারপত্র অনুযায়ী : ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে সরকারি অনুদানের টাকায় শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য ৩০টি বাসগৃহ নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, এ ৩০টি ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় আরও ৪০টি ফ্ল্যাটের নির্মাণকাজ হাতে নেয়া হয়। '৯৪ সালে ফ্ল্যাটগুলোর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অফিস থেকে জানা গেছে, মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী এ ফ্ল্যাটগুলো ১২০০ বর্গফুট (প্লিন্থ এরিয়া) আয়তনবিশিষ্ট হবার কথা। কিন্তু এ ফ্ল্যাটগুলোতে বসবাসরত শিক্ষকরা জানাচ্ছেন ফ্ল্যাটগুলোর আয়তন ১২০০ বর্গফুটের কম। পূরকৌশলীদের ভাষায়, ওয়ালসহ একটি ফ্ল্যাটের পুরো আয়তনকে 'প্লিনথ এরিয়া' বলে। আর ওয়াল বাদে ফ্ল্যাটের আয়তনকে 'কার্পেট এরিয়া' বলে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ মোঃ হোসেন আলী জানালেন, প্লিনথ এরিয়া আয়তনের চেয়ে কার্পেট এরিয়ার আয়তন শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ কম হতে পারে। এ হিসাব অনুযায়ী শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য নির্মিত প্রতিটি ফ্ল্যাটের প্লিনথ এরিয়া ১২০০ বর্গফুট হলে ফ্ল্যাটগুলোর কার্পেট এরিয়া হবার কথা কমপক্ষে ১০২০ বর্গফুট। কিন্তু ফ্ল্যাটগুলো নির্মাণের পর এসব ফ্ল্যাটে বসবাসরত শিক্ষকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুরোধে পুরালয় কৌশলী লিমিটেড ফ্ল্যাটগুলোর কার্পেট এরিয়া পরিমাপ করে।

এতে দেখা যায়, প্রতিটি ফ্ল্যাটের কার্পেট এরিয়া ৯৮৭ দশমিক ২৬ বর্গফুট। উপাচার্যের কাছে দেয়া স্মারকলিপিতে এ ফ্ল্যাটগুলোতে বসবাসকারী শিক্ষকরা বলছেন, প্রতিটি ফ্ল্যাটের আয়তন স্থপতির রিপোর্টে ৯৮৭ দশমিক ২৬ বর্গফুট বলে উল্লেখ করা হলেও পরিমাপ করে দেখা যায় এগুলোর প্রকৃত আয়তন (কার্পেট এরিয়া) ৯৫০ বর্গফুট।

মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি ফ্ল্যাটের কার্পেট এরিয়ার আয়তন যা হবার কথা তার চেয়ে বর্তমান কার্পেট এরিয়ার আয়তন ৩২ দশমিক ৭৪ বর্গফুট (৩·০৪ বর্গমিটার) কম। আর শিক্ষকরা যে পরিমাপ করেছেন সে অনুযায়ী প্রতিটি ফ্ল্যাটের কার্পেট এরিয়া মূল পরিকল্পনার চেয়ে ৭০ বর্গফুট (৬·৫০ বর্গমিটার) কম।

প্রকল্প সারপত্রের হিসেব অনুযায়ী একটি ফ্ল্যাটের প্রতি বর্গমিটার নির্মাণের জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৪৮০৮ দশমিক ৫৫ টাকা। পুরালয় কৌশলীর হিসেব অনুযায়ী প্রতিটি ফ্ল্যাটের কার্পেট এরিয়া মূল পরিকল্পনার চেয়ে ৩·০৪ বর্গমিটার কম হলে প্রতিটি ফ্ল্যাট নির্মাণে কমপক্ষে ১৫ হাজার টাকা কম খরচ হয়েছে। এ হিসেব অনুযায়ী ৭০টি ফ্ল্যাট নির্মাণে কমপক্ষে সাড়ে ১০ লাখ টাকা কম খরচ হয়েছে। শিক্ষকরা জানাচ্ছেন, তাদের পরিমাপ অনুযায়ী প্রতিটি ফ্ল্যাটের কার্পেট এরিয়া মূল পরিকল্পনার চেয়ে ৬·৫০ বর্গমিটার কম হলে প্রতিটি ফ্ল্যাট নির্মাণে প্রায় ৩২ হাজার টাকা কম খরচ হয়েছে। এ হিসেবমতে ৭০টি ফ্ল্যাট নির্মাণে ২২ লক্ষাধিক টাকা কম খরচ হয়েছে। যে টাকা কম খরচ হয়েছে তার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন শিক্ষকরা।

এদিকে নীলক্ষেত এলাকার ফ্ল্যাটগুলোতে (শহীদ গিয়াসউদ্দিন আহমদ আবাসিক এলাকা) বসবাসকারী শিক্ষকরা ১৯৯৫ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতির কাছে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে তাদের ফ্ল্যাটগুলোকে সাব-স্ট্যান্ডার্ড ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে আসছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ১০০০ বর্গফুটের কম আয়তনের ফ্ল্যাটকে সাব-স্ট্যান্ডার্ড বাসা হিসেবে ধরা হয়।

সাব-স্ট্যান্ডার্ড বাসায় বসবাসরত শিক্ষক নিয়ম অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া ভাতা পান। কিন্তু তার ফ্ল্যাটের প্রতি বর্গফুটের জন্য ১ টাকা হারে ভাড়া তার বেতন থেকে কেটে রাখা হয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নীলক্ষেত এলাকার বাসাগুলোকে সাব-স্ট্যান্ডার্ড বলতে রাজি নয়। এ ফ্ল্যাটগুলোতে বসবাসরত শিক্ষকদের পুরো বাড়ি ভাড়া ভাতা কেটে রাখা হচ্ছে।

গিয়াসউদ্দিন আহমদ আবাসিক এলাকার শিক্ষকরা '৯৪ সালের ১৫ই নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতির কাছে লেখা এক চিঠিতে জানাচ্ছেন, এ এলাকার ২৬ জনের একটি প্রতিনিধিদল '৯৪ সালের ২৯শে অক্টোবর উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কাছে একটি স্মারকলিপি দেয়। তারা উপাচার্যকে নীলক্ষেত এলাকার বাসাগুলো মেপে দেখার অনুরোধ করেন। তারা প্রস্তাব করে বলেন, যদি বাসাগুলো ১০০০ বর্গফুটের (কার্পেট এরিয়া) কম হয় তবে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেন সেগুলোকে সাব-স্ট্যান্ডার্ড বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু উপাচার্য তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করেন এবং বাসা ছোট মনে হলে তাদেরকে তা ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং নীলক্ষেত এলাকায় ৬০টি ফ্ল্যাটের ১টিতে বসবাসকারী অধ্যাপক শ, ম ইমামুল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কর্তৃপক্ষ বলেছেন প্রতিটি ফ্ল্যাট ১২০০ বর্গফুট আয়তনের। কিন্তু পরিমাপ করে দেখা গেছে প্রতিটি ফ্ল্যাট বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসেবের চেয়ে কম আয়তনের।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আমার জানামতে এ ফ্ল্যাটগুলো স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ ১০০০ বর্গফুটের বেশি হবার কথা ছিল। কিন্তু এ বাসাগুলো কেন সাব-স্ট্যান্ডার্ড হলো? এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতি তদন্তের দাবি জানিয়েছে।